মোবারক, মার্কোস এবং মার্কিন নীতি, আর বন্ধু মামুনের স্মৃতি

সম্প্রতি তিউনিসিয়ার পর মিশরে গন অভ্যূত্থানে অটোক্রাট, আমেরিকান পাপেট ও ইসরাইলীদের বন্ধু হোসনী মোবারকের পতন ঘটে, যা কিনা আমাদের সবারই জানা। মিশরে গন অভ্যূত্থানে সাফল্যে এখন অনেকেই আশবাদী, যদিও এই অভ্যূথান একপর্যায়ে মাঝপথে এসে থমকে দাড়িয়েছিল কারন মার্কিন প্রশাসন তখনো নিশ্চিত হতে পারে নাই যে অটোক্রেসী'র বদলে থিওক্রেসী (সাইয়েদ কুতুব এর অনুসারী মূসলীম ব্রাদার হুড), না আমেরিকা এবং ইসরাইলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ডেমক্রেসী আসতে যাচ্ছে! তাই পর্দার অন্তরালে মার্কিন প্রশাসন আগে মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সাথে বোঝাপরায় আসল এবং তারপরেই হোসনী মোবারকের পতন ঘটে।

ঠিক যেমনটা তারা করেছিল ডিক্টেটর মার্কোসের পতনের সময়। কোরাজন একুইনো'কে ক্ষমতায় বসানোর আগে সেনাবাহিনী প্রধান ফিডেল রামোস এর সাথে তারা একই ধরনের বোঝাপরায় আসে। পুরস্কার হিসাবে কোরাজন একুইনো'র পরে ফিডেল রামোস প্রেসিডেন্ট হন।

আমেরিকার এই বোধ হয়েছিল ইরানে বিপ্লবের পর। খোমেনীর নেতৃত্বে শাহ'এর পতনের পর ইরান, আমেরিকা এবং ইসরাইলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র হিসাবে পরিনত হয়। তাই এখনো আমরা দেখতে পাই আমেরিকার শক্তিশালী প্রো-ইসরাইলী লবি, প্রসিডেন্ট জিমি কার্টার'কে কিভাবে অপছন্দ করে। জিমি কার্টারের একমাত্র দোষ, তিনি ইসরাইলের বড় বন্ধু ইরানের শাহ'কে রক্ষা করেন নাই।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামরুনের তড়িঘড়ি কায়রো সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য মিশর যেন কোনভাবেই স্বাধীন নীতি অবলম্বন না করে। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেভিন রাড একই ধরনের মিশনে প্যাকেজ (মূলা) হাতে কিছুদিনের মধ্যেই কায়রো যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই মিশরের সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের হাত করা।

আমেরিকা কোনভাবেই মিশরকে তাদের প্রভাব বলয় থেকে হাত ছাড়া করবে না। একই ভাবে শিয়া মেজরিটি বাহারাইন'এর গন অভ্যুত্থান'কে তারা সফল হতে দিবে না। কারন এই গন অভ্যুত্থান' যদি সফল হয় তার ফলে আমেরিকার সবচেয়ে সম্পদশালী ও অনুগত বন্ধু (সার্ভেন্ট) সোদি আরব অস্থিতীশীল হয়ে উঠবে এবং এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাবে। এবং একই সাথে গালফ এর ছোট ছোট দেশগুলিতে 'ডোমিনো এফেক্ট' ছড়িয়ে পড়বে এবং আমেরিকার স্বার্থ চরম্ ভাবে বিঘ্নিত হবে।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের মত দেশগুলির সম্ভাবনাময় সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও রাজনীতিবিদদের মার্কিনীরা অনেক আগে থেকেই হাত করে রাখে যাতে এইসব দেশের নীতি সব সময় তাদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয় এবং দরকারের সময় তাদের পক্ষে কাজ করে। আর এর বিনিময়ে আমেরিকা ভালমতই তাদের দেখভাল করে থাকে।

এই প্রসংগে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ততকালীন রক্ষিবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান বিদেশে ছিলেন। রহস্যজনকভাবে (!) রক্ষিবাহিনীর সহকারী প্রধান সাবিহ উদ্দিন (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত) সেই দিন একেবারেই নিস্ক্রিয় ছিলেন! ৭৫ এর পর আমেরিকার অনুদানে বাংলাদেশে 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড' (আর ই বি) প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিদান হিসাবে ব্রিগেডিয়ার সাবিহ উদ্দিন তার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এর কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকার এক প্রাইভেট হসপিটালে ব্রিগেডিয়ার সাবিহ উদ্দিন এর ওপেন হার্ট সার্জারির হয়। ৭০ দশকে ব্রিগেডিয়ার সাবিহ উদ্দিন এর কাছে এই ওপেন হার্ট সার্জারির বিল দেওয়ার মত এত টাকা কোথা থেকে আসল বা কে দিল তা বের করতে খুউব বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার পরে না।

আমি কি ভুলিতে পারি! ক্লাস থ্রি থেকেই একুশের সকালে প্রভাতফেরীতে অংশ নিতাম। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারির আগের রাতে পাড়ার বাগানের ফুল চুরি করতাম, তারপর সকালে ইউনিভার্সিটি ল্যাব স্কুল থেকে পায়ে হেটে আজিমপুর পুরানো কবরস্থান হয়ে এস এম হল আর বুয়েটের মাঝখান দিয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে সেই ফুল দিতাম। সেই শোক ছিল গর্বের আর অন্য এক ধরনের অনুভূতির।

এরশাদের সময় ১৪ ফেব্রুয়ারী জাফর, জয়নাল দিপালী সাহা পুলিশের গুলিতে শিশু একাডেমী/শিক্ষা ভবনের সামনে প্রান হারান। সেইদিন বিকালে কলাভবনের সামনে থেকে অল্পেরর জন্য গ্রেফতার এড়াতে পারলেও, বন্ধু যীশু, মিজান সহ আরো অনেকেই গ্রেফতার হয় এবং সোহরোয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত আর্মি কন্ট্রোল রুমে চরম শারিরিক নির্যাতনের শিকার হয়, যার দ্বায়িত্বে ছিল গো আযম এর পুত্র, ততকালীন ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ হিল আযমী!

তার (সম্ভবত) এক বছর পরেই ২৮ ফেব্রুয়ারি, চাঙ্খার পুলে পুলিশ ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যা করে আমার বন্ধু জহুরুল হক হলের ছাত্র বরিশালের দেলোয়ার আর সূর্যসেন হলের সেলিম'কে। ফেব্রুয়ারি মানেই আন্দোলন আর আত্মত্যাগ। স্বজন আর বন্ধু হারানোর মাস।

মামুনের মৃত্যুঃ ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বর্বর, মানুষরূপী পশুদের হাতে শহীদ হন আমার বাল্যবন্ধু মামুন (কর্নেল এলাহী), স্কুল ও পাড়ার ছোট ভাই আকিল (লে কর্নেল এনায়েত) আরো অনেক সেনা অফিসার আর বেশ কিছু নিরীহ জনসাধারন। ঢাকায় গেলে প্রিয় বন্ধু মামুনের সাথে আর দেখা হবে না এই কথা ভাবতেই পারিনা। ফেব্রুয়ারির অন্য সব মৃত্যু ছিল 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে, বলিদান', কিন্তু কোন ভাবেই ২৫ ফেব্রুয়ারির এই মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত ও কঠোরতম শাস্তি কার্যকর করার সময় এখনই।

নাজমুল আহসান শেখ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১, সিডনী; Victory1971@gmail.com